যুগান্তর

তারিখ 2 Oct 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ঢাবিতে সহাবস্থান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। বৃহস্পতিবার ক্লাস শুরু হইবে। ইতিমধ্যেই আবাসিক হলগুলি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত ছাত্রছাত্রীদের হলে উঠা নিশ্চিত করিতে কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখায় দৃঢ়সংকল্পের ইঙ্গিত দেয়। তবে সবচাইতে স্বস্তিদায়ক খবর হইতেছে ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহাবস্থান। বিগত পাঁচ বৎসরে দেশের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের অনুগামী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এইরূপ সদ্ভাব দেখা যায় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ ছাত্র সংগঠনগুলির এই সহনশীল মনোভাবকে ইতিবাচক হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহিত তাহার বৈঠকে সকলেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। উহা রক্ষায় তাহারা আন্তরিক থাকিবে, ইহাই প্রত্যাশিত। নির্বিঘ্নে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করিতে ইহার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। একই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে, ছাত্র রাজনীতি লইয়া দেশবাসীর যাহা কিছু গর্ব ও শ্লাঘা, ছাত্র সংগঠনগুলির বৈরিতাপূর্ণ অবস্থানের কারণে উহার অনেকটাই ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্র সংগঠন অনেক থাকিলেও তাহাদের কার্যক্রমে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ এখন আর তেমন দেখা যায় না। সবচাইতে আশংকার বিষয় হইল, ছাত্র রাজনীতিতে হিংসা ও হানাহানির অনুপ্রবেশ। ক্যাম্পাসে এক পক্ষের প্রবল উপস্থিতি অন্যপক্ষের নির্বাসনের কারণ হইয়া উঠিবার ঘটনা তো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। রাজনৈতিক দলের সহিত ছাত্র সংগঠনের সংশ্লিষ্টতাকেই এই জন্য প্রধানত দায়ী করা হয়। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির সহিত ছাত্রসমাজের প্রকৃত স্বার্থ একেবারেই খাপ খায় না। স্বাভাবিক কারণেই এই গোটা বিষয়টিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভাল চোখে দেখে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাহাদের ভর্তি হইতে হয়। নিয়মিত ক্লাস এবং সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠানেই তাহাদের কল্যাণ হইতে পারে। এই বিষয়ে ছাত্র সংগঠনগুলির সহযোগিতা প্রত্যাশা তাহারা করিতেই পারে। গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশের অভিযান এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় ক্যাম্পাসে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রায় আড়াই মাস শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের বিরাট ক্ষতি হইয়াছে। কেবল এই সময়ের জটিলতার কারণে সৃষ্ট সেশনজটের জন্য শিক্ষাজীবন অন্তত ৫-৬ মাস বিলম্বিত হইবে বলিয়া আশংকা। ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া কবে শুরু হইবে উহা অনিশ্চিত। অনাকাঙ্ক্ষিত কোন কারণে আবার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হউক, ইহা কোনভাবেই প্রত্যাশিত নয়। গত কয়েকদিনে যেইভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সহাবস্থান বিরাজ করিয়াছে উহা বজায় রাখিতে ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলে ভূমিকা রাখিবে বলিয়া আমরা আশা করি। কোন ছাত্রাবাসেই যেন অছাত্রদের স্থান না হয় উহাও নিশ্চিত করিতে হইবে। শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় সরকার যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করিয়াছিল ইতিমধ্যে উহার রিপোর্ট প্রদান করা হইয়াছে। ঐ দুঃখজনক ঘটনার জন্য কমিশনের প্রতিবেদনে যাহাদের চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের। এই ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ নূতন করিয়া অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির কারণ হইয়া উঠুক ইহা কোনভাবেই কাম্য নয়।